দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 DEC 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

19

সার্ক ঃ দারিদ্র্য মোচন

সার্ক মন্ত্রিপরিষদের আসন্ন বৈঠকে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের দারিদ্র্য মোচন হবে প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য একটি সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করবেন।

বস্তুতপক্ষে দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনই শেষ বিচারে সার্ক সংস্থার লক্ষ্য। এই অঞ্চলে একশত কোটিরও বেশি মানুষের বাস। এদের অধিকাংশই দারিদ্র্যভারে প্রপীড়িত। তাদের অবস্থান দারিদ্র্যসীমার নীচে। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এই মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে এরা অক্ষম। এই দেশগুলোর অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতাই এই অবস্থার কারণ। কিন্তু এই অঞ্চলে আছে বিপুল সম্পদ। এই সম্পদ সঠিকভাবে ব্যবহার করা হলে দেশগুলোর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অবশ্যই সম্ভব— সম্ভব জনগণের দারিদ্র্য মোচন। তবে সুষ্ঠুভাবে এই অঞ্চলের সম্পদ ব্যবহার করতে হলে চাই অঞ্চলভুক্ত দেশগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা। তাই সহযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং উন্নয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যেই বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপাল, শ্রীলংকা, মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে দক্ষিণ এশিয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)।

আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নয়ন এই প্রতিষ্ঠানের বিঘোষিত নীতি। এই আদর্শ সার্কের জন্মলগ্নেই গ্রহণ করা হয়েছে। এরপর থেকে সার্ক নেতৃবৃন্দ সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করার ও সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ করে চলছেন। নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেছেন যে, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক, কারিগরি, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সংস্থার কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

এই লক্ষ্য পূরণে যে অগ্রগতি হয়েছে সার্ক মন্ত্রিপরিষদের আসন্ন বৈঠকে তা আলোচনা করা হবে, মূল্যায়ন করা হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

বাংলাদেশ সার্কের জন্মলগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য। কেবল তাই নয়, বাংলাদেশই সার্ক–এর উদ্যোক্তা। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই প্রথম এই প্রতিষ্ঠানের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনিই এর প্রাথমিক ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলেন। যে শীর্ষ সম্মেলনে সার্ক গঠন করা হয় তাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। এ জন্যে আমরা গর্বিত।

সার্ক প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছর পার হয়েছে। সহযোগিতার মাধ্যমে আঞ্চলিক উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণের কাজও এগিয়ে চলেছে। তবে আমরা মনে করি যে, আঞ্চলিক সহযোগিতার এই লক্ষ্য দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকর করতে হলে সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্বের সম্পর্ক জোরদার করা প্রয়োজন। সহযোগিতা ও সংঘাত দুটি পরস্পরবিরোধী অবস্থান। সংঘাত থাকলে সহযোগিতার পথ কন্টকাকীর্ণ হয়ে ওঠে। সার্ক দেশগুলোর ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। এই দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতার বাণী যতই উচ্চারিত হোক না, অনেক বিষয়ে বিরোধও বর্তমান। এর ফলে অনেক সময় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতার পথে এটা একটা বড় রকমের অন্তরায়। কার্যকর সহযোগিতার জন্য তাই সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সকল প্রকার ভুল বোঝাবুঝি ও বিরোধের অবসান প্রয়োজন। সার্ক নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে সচেতন আছেন। তাই এই অবস্থায় তারা আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংস্থাভুক্ত সবগুলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য হাসিল করার জন্য সকল প্রকার সংঘাত ও বিরোধ দূর করার ব্যাপারে যত্নবান হবেন বলে আমরা দৃঢ় আশা পোষণ করছি।